আইনগত সহায়তার জন্য আপনাকে কোথায় আবেদন করতে হবে?

সরাসরি আবেদন করতে হবে -

- সুপ্রীম কোর্ট কমিটি
- জেলা কমিটি
- উপজেলা কমিটি
- ইউনিয়ন কমিটি
- শ্রম আদালত কমিটি
- চৌকি আদালত কমিটি

আইনগত সহায়তার জন্য কিভাবে আবেদন করবেন?

আপনি নিজে বা আপনার মামলা তদারককারী আইনগত সহায়তার জন্য সরাসরি আবেদন জমা দিতে পারেন।

তাছাড়া -

- কারাগার কর্তৃপক্ষ
- উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান
- সমাজ সেবা কর্মকর্তা এবং
- বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমেও আবেদন করতে পারবেন।

আইনগত সহায়তার জন্য আপনি কোথায় যোগাযোগ করবেন?

স্থানীয়ভাবেঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যান।

জেলা পর্যায়েঃ জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গনে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান অফিস। সকল অফিসের মোবাইল নম্বর এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে (http://nlaso.gov.bd/contact-us/)।

সার্বক্ষনিক হটলাইনঃ ০১৭৬১ ২২২২২২-৪

সরকারী আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কী?

সরকারী আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

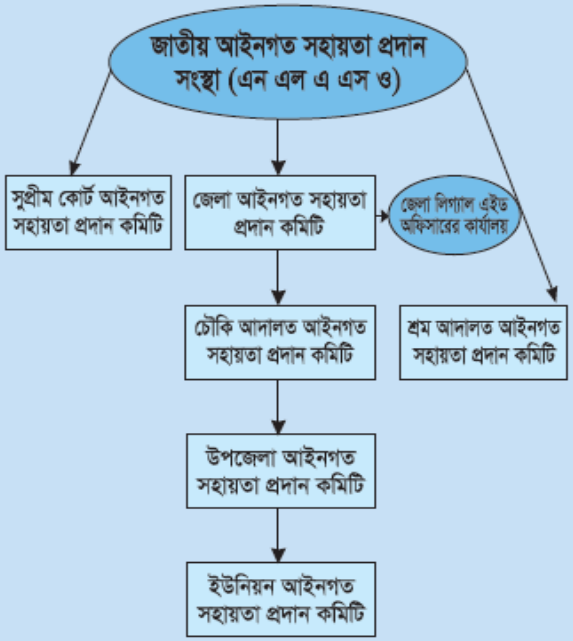

আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন :

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
হটলাইন : ০১৭৬১ ২২২২২২-৪

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
হটলাইন : ০১৭১৫ ২২০২২০

সরকারী আইনগত সহায়তা

BLAST CHRI

সরকারী আইনগত সহায়তা কী?

আইনগত অধিকার আদায়ের জন্য আদালতে মামলা দায়ের অথবা কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে মামলা পরিচালনার জন্য আপনাকে আইনজীবীর দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু আইনজীবীর দ্বারস্থ হওয়ার সামর্থ্য যদি না থাকে তাহলে আপনি ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। অথচ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সকল নাগরিক যাতে সমান সুযোগের ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার পায় তা নিশ্চিত করা। সেজন্য যারা অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য অসামর্থ্যের কারণে বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় তাদেরকে অবশ্যই বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা সরকারের দায়িত্ব। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসামর্থ্যের কারণে বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের আইনগত অধিকার আদায়ে সরকারী খরচে আইনজীবী নিয়োগ ও আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদানকে আইনগত সহায়তা বলা হয়। বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়ন করে।

আপনি কখন আইনগত সহায়তা পেতে পারেন?

আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবেন যদি আপনি:

১) অসচ্ছল বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি হন এবং আপনার বার্ষিক গড় আয় সুপ্রীমকোর্ট-এ আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ১,৫০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে না হয়

২) কর্মে অক্ষম, আংশিক কর্মক্ষম ও কর্মহীন হন

৩) বাৎসরিক ১,৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে আয় করতে অক্ষম কোন মুক্তিযোদ্ধা হন

৪) একজন শ্রমিক হন এবং আপনার বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে না হয়।

তাছাড়া আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন আপনি আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবেন যদি আপনি:

- শিশু, অপরাধের শিকার নারী, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠী হন
- মানব পাচারের শিকার হন
- নিরাশ্রয় ব্যক্তি ও ভবঘুরে হন
- বয়স্ক ভাতা ও আদর্শ গ্রামে গৃহ বা ভূমি বরাদ্দপ্রাপ্ত হন এবং ভি জি ডি কার্ডধারী মাতা হন
- অসচ্ছল বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং দুঃস্থ মহিলা হন
- আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আদালতে অধিকার প্রতিষ্ঠা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অসমর্থ হন
- বিনাবিচারে আটক থাকেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে আপনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল হন
- আদালত কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল বলে বিবেচিত হন
- জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল বলে সুপারিশকৃত বা বিবেচিত হন।

সরকারী আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আপনি কী কী সেবা পাবেন?

'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০'-এর আওতায় বর্তমানে সরকারী আইনগত সহায়তা কার্যক্রমে উপকারভোগীদের নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়:

- আইনগত পরামর্শ প্রদান
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (লিগ্যাল এইড অফিসার নিজে এটি করবেন)
- বিনামূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ
- আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে মামলা-মোকাদ্দমা পরিচালনা
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ
- মধ্যস্থতাকারী ও সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ
- কোর্ট ফি পরিশোধ
- বিনামূল্যে রায় ও আদেশের কপি সরবরাহ
- ডি এন এ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ
- ফৌজদারী মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ
- মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ
- হটলাইনের মাধ্যমে আইনগত তথ্য সেবা প্রদান। (০১৭৬১ ২২২২২২)